ইত্তেফাক

তারিখ ... 3/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম 3 ...

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ ১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইল জেলার (তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা) ভূয়াপুর থানার (তৎকালীন গোপালপুর থানা) শাহবাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯১২ সালে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ইহার পর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ে আই এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে এই মহাবিদ্যালয় হইতে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে আই, এ, পাস করেন। তিনি কলিকাতার সেন্ট পলস কলেজ হইতে ১৯১৬ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি, এ, (অনার্স) পাস করেন। কলিকাতার রিপন ল' কলেজে ১৯১৭-১৮ সালে বি, এল অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি প্রিলিমিনারী ও ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম, এ, পাস করেন। ইহার পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

এই সময়ে টাঙ্গাইলের করটিয়া উচ্চবিদ্যালয়কে ন্যাশনাল স্কুলে পরিবর্তিত করিয়া সেখানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন শেষে তিনি বি,এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ময়মনসিংহ জজ কোর্টে ওকালতি শুরু করেন।

১৯২৬ সালে তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া করটিয়ার জমিদার চান মিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় করটিয়া সাদত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ হিসাবে একটানা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। ওকালতির সময় তিনি কংগ্রেস এর সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। কলেজে থাকাকালে তিনি কৃষক প্রজা আন্দোলন, মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে মুসলিম লীগ দল হইতে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হন। ইহার এক বৎসরকাল সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া তিনি বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সাড়ে ৫ বৎসর কর্মরত ছিলেন।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ হইতে তিনি

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(৩য় পৃঃ পর)

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট হারিয়া যান। ইহার পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭০ সনে গণভোটে মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু হারিয়া যান। তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশসহ ১২টি দেশ সফর করেন। তিনি দুইবার জাতিসংঘ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা ও সকল সরকারী কাজ কর্মে বাংলাভাষা ব্যবহারের আন্দোলনে প্রথম কাতারে ছিলেন।

তিনি পিংনা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় প্রথম লেখা শুরু করেন। ইহার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লিখিয়াছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক-নাটিকা স্মৃতিকাহিনী, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রচুর লেখা রহিয়াছে। এ পর্যন্ত তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশ। আরও গোটা চল্লিশেক গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

তিনি পাকিস্তান কৃষি ব্যাঙ্কের পরিচালক, প্রেস কমিশন, পাবলিক একাউন্টস কমিটি, বাংলা একাডেমী ও পাকিস্তান লেখক গীল্ড-এর সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সিনেট সদস্য ও জেলা গেজেটিয়ার কমিটির সদস্য ছিলেন।